মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস

২৬ জুন, ২০১৩

International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

26 June 2013

নেশা নয়, স্বাস্থ্যই হোক জীবনের নতুন প্রত্যাশা

Make health your 'new high' in life, not drugs

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনায়ঃ ধারা এ্যাড অঙ্গসজ্জায়ঃ দি নিউ এ্যাড মিউজিয়াম

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১২ আষাঢ় ১৪২০
২৬ জুন ২০১৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ''মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস'' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার মানব জাতির জন্য হুমকি স্বরূপ। মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানব জাতিকে রক্ষার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায় আজ সোচ্চার। এ লক্ষ্য অর্জনে মানুষের মধ্যে মাদকের অপব্যবহার ও কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী না হলেও মাদকের অপব্যবহারমুক্ত নয়। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে মাদক ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশকে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এমতাবস্থায় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদকের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে দল-মত, শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সকলকে মাদক বিরোধী কার্যক্রমে যথাসাধ্য অবদান রাখতে হবে। মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের পাশাপাশি মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাসহ মাদক অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসের সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও মাদক বিরোধী কার্যক্রম

সূচনা: বাংলাদেশ কোন মাদক উৎপাদনকারী দেশ নয় কিন্তু ভৌগলিকভাবে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল (মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস) ও গোল্ডেন ক্রিসেন্ট (পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান) বলয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বাংলাদেশও মাদক সমস্যায় আক্রান্ত। মাদক যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের পাশাপাশি তাদেরকে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত করছে। সরকার এ কারণে মাদক সমস্যাকে জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: ঔপনিবেশিক শাসকদের আমলে রাজস্ব আদায়ের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করা হলেও দেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ -১৮ এর বিধান হচ্ছে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি। এখানে বলা হয়েছে "আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" এ মূলনীতি বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড: দেশে মাদক সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এবং সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে মাদক বিরোধী কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য এ বোর্ড। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এ বোর্ডের চেয়ারপার্সন। ১১ জন মাননীয় মন্ত্রী, ২ জন সচিব, ৫ জন সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এ বোর্ডের সদস্য।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে গৃহিত সরকারি-বেসরকারি কার্যক্রম: সারা বিশ্বে অনুসৃত ও জাতিসংঘ অনুমোদিত ৩টি কৌশল যথা: ১। চাহিদা হ্রাস Demand Reduction ২। সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction) ও ৩। ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction) এর আলোকে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মরত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত কৌশল তিনটির অনুসরণে কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে প্রধান প্রধান কাজগুলো হচ্ছে:

- লাইসেন্স/পারমিট/পাস এর মাধ্যমে ঔষধ উৎপাদন এবং শিল্পে ব্যবহার্য নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রপিক সাবসটেন্স ও প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানি, উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ। একই সাথে এসকলের অবৈধ ব্যবহার, বিদেশে পাচার/চোরাচালান প্রতিরোধ করা; অপরাধের তদন্ত ও বিচার কার্যক্রম এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।
- অবৈধ মাদকদ্রব্য ও মাদকের অবৈধ পাচার ও চোরাচালানের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা।
- মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি, প্রচারাভিযান ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ যা জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বেস্ট প্রাকটিস অনুসরণে পরিচালিত হয়।
- মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন যা সরকারি পর্যায়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত বিধিবিধানের আলোকে এবং বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৫ এর আলোকে পরিচালিত হয়।
- এ্যালকোহল জাতীয় মাদকের উৎপাদন, বিপনন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করা।

চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction) এ অধিদপ্তরের চলমান কার্যক্রমগুলো হচ্ছে:

- মাদকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি;
- মাদক বিরোধী পোস্টার, স্টিকার, লিফলেট, বুলেটিন, স্যুভেনির, পুস্তিকা, গবেষণাপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রস্তুত, প্রকাশনা ও বিতরণ করে আপামর জনসাধারণকে মাদকের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা;
- মাদক বিরোধী কর্মকান্ডে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনসমূহের তালিকাভুক্তিকরণ, তাদের কাজের সমন্বয়, তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।

সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction) এ অধিদপ্তরের প্রধান প্রধান যে কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে:

- দেশে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন, চোরাচালান ও অপব্যবহার সংক্রান্ত গোপন সংবাদ সংগ্রহ ও রিপোর্ট প্রণয়ন;
- মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, তল্লাশী, গ্রেপ্তার, অবৈধ মালামাল আটক, মামলা রুজু, অপরাধীদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা ও আদালতে ও মোবাইল কোর্টে বিচারের জন্য সোপর্দ করা;
- দেশের অভ্যন্তরে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;
- মাদক অপরাধ সংক্রান্ত ডাটাবেজ সংরক্ষণ।

অধিদপ্তরের ১৬৬টি কার্যালয় নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে। স্থল ও জল সীমান্ত দিয়ে যাতে অবৈধভাবে মাদকদ্রব্য আসতে না পারে সেজন্য বিজিবি ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ড নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনে, বাসে, ষ্টীমারে, লঞ্চে, ট্রাকে বা অন্য কোন যানবাহনে যাতে মাদক পরিবহন হতে না পারে সেজন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ বাংলাদেশ পুলিশ, র‌্যাব, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।

২০০৯-২০১২ পর্যন্ত আটক প্রধান মাদকদ্রব্যগুলো হচ্ছে:

বছর	কোডিন (ফেন্সিডিল বোতল)	হেরোইন (কেজি)	বিদেশী মদ (বোতল)	গাঁজা(কেজি)/ গাঁজা গাছ (টি)	ইনজেকটিং ড্রাগ এ্যাম্পুল	মেথামফিটামিন (ইয়াবা) টি
২০০৯	১১১৭৩৫৪	১৫৯.৭৮৩	৩২৯৭০	৩২৯৫৫/৭৯১	৮৯৪৬৯	১২৯৬৪৪
২০১০	৯৬১২৬০	১৮৮.১৮৬	১৬৫২৭	৪৮৭৪৯/১৭৬০	৬৯১৫৮	৮১২৭১৬
২০১১	৯৩৪০১৩	১০৭.৪৪৯	১৮৩০১৫	৫৪২৪৪/৭৫৮	১৪৩০৩৭	১০৭৬১২৫
২০১২	১২৯১০৭৮	১২৪.৯২	১৪৯০৪৯	৩৮৭০২/৪৮৫	১৫৭৯৯৫	১৯৫১৩৯২

ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction) এর জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন-১৯৯০ এর ধারা ১৫, ১৬ ও ৪৮ অনুসরণে সরকারি এবং ঐ আইনের আওতায় প্রণীত "বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা ২০০৫" এর অধীন বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা, পরামর্শ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২০১২-১৩ সনে চাহিদা, সরবরাহ ও ক্ষতি হ্রাসে গৃহিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে:

- সরবরাহ হ্রাস কার্যক্রম: অধিদপ্তরের পাশাপাশি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দেশের স্থল সীমান্ত এলাকায়, বাংলাদেশ কোস্টগাড উপকূলীয় এলাকায় এবং দেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ পুলিশ, র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন ও রেলওয়ে পুলিশ/নিরাপত্তা বাহিনী একযোগে কাজ করছেন। এ সকল আইন শৃংখলাবাহিনীর কাজে বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদানে অধিদপ্তর, সিআইডি ও র‌্যাব রাসায়নিক পরীক্ষাগার, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, বিসিএসআইআর, বিএসটিআই নিয়মিত সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।
- সভা/সেমিনার ও কনফারেন্সসহ মাদক বিরোধী জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম দেশের সকল বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা শহরে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, স্হানীয় সংসদ সদস্য, স্হানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি, জেলা পরিষদ প্রশাসক, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সেনানিবাস নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ জেলার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা/সেমিনার ও কনফারেন্সসহ বিভিন্ন মাদক বিরোধী জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন: ২০০৯ -১২ মেয়াদে ১৪০৭২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচারণা: বিটিভিসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বিনা খরচে প্রচারের জন্য 'আপনার সন্তানকে সময় দিন' শিরোনামে ১.৩০ মিনিটের একটি মাদক বিরোধী টিভি স্পট তৈরী করে প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চ্যানেল আই, বিটিভি, বিবিসিসহ অনেক আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বাংলাদেশের মাদক বিরোধী কর্মকান্ডের খবর নিয়মিত প্রচারিত হয়।
- মাসিক বুলেটিন ও বার্ষিক রিপোর্ট: নিয়মিতভাবে মাসিক বুলেটিন কাগজে ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়া দেশে যে কোন বড় মাদকদ্রব্য আটকের তথ্য ও ছবি তাৎক্ষনিকভাবে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.dnc.gov.bd) আপলোড করা হয়। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়মিত ওয়েবসাইট থেকে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করেন। ২০১০ সন থেকে নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।
- সিবিটি ল্যাব স্থাপন UNODC ROSA এর সহযোগিতায় ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে মাদক অপরাধ দমনে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের সদস্যদের কম্পিউটার বেজড প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানের ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এতে একটি মূল সার্ভারের অধিনে মোট ১০টি কম্পিউটার স্থাপনের মাধ্যমে ১০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা গড়ে তোলা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত ল্যাবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, র‌্যাব, বিজিবি, পুলিশ এর ১২২জন কর্মকর্তা/সদস্য বিভিন্ন মডিউলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।
- **গণসচেতনামূলক কার্যক্রম:**
  ১। ২৬ জুন ২০১২ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে বর্ণাঢ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন।
  ২। ২রা জানুয়ারী ২০১৩ সনে অধিদপ্তরে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ঢাকাসহ সারা দেশে দিনব্যাপী কর্মসূচী।
  ৩। ঢাকার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ২৫/০৫/২০১৩ তারিখে দক্ষিণ কোরিয়ার সুপ্রিম প্রসিকিউটরস অফিস এর যৌথ উদ্যোগে 'Anti Drug Awareness Campaign Among the Youth' শীর্ষক গণসচেতনতা-মূলক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ১২০০ জন বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে।
- **মাদকাসক্তদের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন:**
  ১। ২০১২ সালে ডোপটেস্টিং চালু করা হয়, যার মাধ্যমে অপিয়েট, ক্যানাবিনয়েড, মেথামফিটামিন, বুপ্রেনরফিন প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সনাক্ত (কোয়ালিটেটিভ) করা সম্ভব হয়েছে।
  ২। হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস সনাক্তকরণ।
  ৩। ওরাল সাবসটিউশন থেরাপী (ওএসটি): ঢাকা শহরে আইসিডিডিআরবি সহযোগিতায় ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে নেশা সেবনকারীদের ক্ষতি (এইচআইভি সংক্রমন) এবং জীবন-মান উন্নয়নে ওরাল সাবসটিউশন থেরাপী (ওএসটি) বা মেথাডোন মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম চালু রয়েছে।
  ৪। ২০১২ সালে ১০ শয্যার একটি শিশু ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় চার ব্যাচে ৪০জন পথ শিশুকে ইতোমধ্যেই চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।
  ৫। বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইউনিট, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে "নিয়ন্ত্রিত ঔষধ'' (পেথিডিন, মরফিন, ফেনটানিল ও অক্সিকোডন ইত্যাদি) সমূহের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা, রোগীর কাছে সহজে পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে Seminar on availability & accessibility of opoid to the end-users শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
  ৬। মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে ৪টি কেন্দ্রে ৫৫টি শয্যায় এবং বেসরকারি পর্যায়ে ২১টি জেলায় ৭০টি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৮৮৫ শয্যায় চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে সরকার বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
- **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা:** জাতিসংঘ, আইএনসিবি, সার্ক, কলম্বো প্লানসহ সকল আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বৈদেশিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ, মাদক অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় ও কাজের সমন্বয় সাধন করে। এছাড়া দ্বিপাক্ষিকভিত্তিতে ভারত ও মায়ানমার এর সাথে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। **বাংলাদেশ-ভারত:** ২০০৬ সালে স্বাক্ষরিত মাদক চোরাচালান ও মাদকের অপব্যবহার বিরোধী দ্বিপাক্ষিক চুক্তির অধীনে ইতোমধ্যে উভয় দেশের নোডাল এজেন্সীর মহাপরিচালক পর্যায়ে দ্বি-পাক্ষিক ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাদক চোরাচালানের জন্য ব্যবহৃত রুট ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহের বিষয়ে রিয়েল টাইম অপারেশনাল ইন্টেলিজেন্স বিনিময় করে বড় বড় মাদক পাচারের ঘটনা উদঘাটন করা যাচ্ছে। **বাংলাদেশ-মায়ানমার:** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে মায়ানমার - বাংলাদেশ এর মধ্যে ১৯৯৪ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় উভয় দেশের মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের প্রথম সভা ১৫-১৭ নভেম্বর ২০১১ ইয়াংগুনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। **বাংলাদেশ-কোরিয়া:** ২০১৩ সালে Supreme Prosecutors Office(SPO), Republic of Korea এর Narcotics Division ও বাংলাদেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।
- **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যবহার ও পাচার প্রতিরোধের চ্যালেঞ্জসমূহ:** প্রায় ১৬ কোটি মানুষের এ দেশে মাদক অপরাধের মত মারাত্মক একটি অপরাধ মোকাবেলায় এ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্টের জন্য জনবল মাত্র প্রায় ৭০০ জনের মতো অর্থাৎ প্রতি ২,২৮,৫০০ জনের বিপরীতে ১জন মাদক নিয়ন্ত্রণের কাজে সার্বক্ষনিকভাবে নিয়োজিত। এছাড়াও আছে: (১) আইনগত দুর্বলতা; (২) আধুনিক প্রযুক্তির অপ্রতুলতা এবং প্রযুক্তি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, (৩) নতুন নতুন সিনথেটিক ও সেমি-সিনথেটিক জাতীয় ড্রাগস্ (ইয়াবা, কেটামিন) এর আবির্ভাব, (৪) ড্রাগ ডিটেকশন যন্ত্রপাতি, অপরাধীদের ব্যবহৃত মোবাইলসমূহ ট্রাকিং এবং অপরাধ দমন কাজে যানবাহনের অভাব, এবং (৫) বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ (ভারত, মায়ানমার) থেকে মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ রোধ করতে না পারা।
- **চালেঞ্জসমূহ উত্তরণের উপায়:** (১) বর্তমানে প্রচলিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দুর্বল দিকসমূহ সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করা; ২। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে ভারত এবং মায়ানমারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সু-সম্পর্ক জোরদার করে পারস্পরিকভাবে মাদকের অনুপ্রবেশ রোধে আরো কার্যকরী ভুমিকা রাখা; ৩। দেশ-বিদেশে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং অধিদপ্তরকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ করা; ৪। সার্কেল/উপঅঞ্চলগুলোতে যানবাহন, ওয়াকিটকি, অস্ত্র, পোশাক, ফোন, ফ্যাক্স ইত্যাদি লজিস্টিক সাপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে; ৫। অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ন্যায় মাদক অপরাধ দমন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সৎ ও সুন্দরভাবে জীবন যাপন ব্যবস্থা এবং নৈতিকতার উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষ্যে ঝুঁকিভাতা, তদন্তভাতা, রেশন ব্যবস্থা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

উপসংহার: মাদকদ্রব্য অপব্যবহারের সমস্যাটি একটি বিশ্বজনীন সমস্যা। কোন একক সংস্থা বা দেশের পক্ষে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এজন্য সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৈশ্বিক ফোরামসমূহের মাধ্যমে এর নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকারের সমন্বিত উপায় খুঁজে বের করতে হবে। আশার বিষয় হলো বিশ্বব্যাপী আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক যে সকল উন্নয়ন ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সংস্থা রয়েছে সকল সংস্থাই মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ও ডিজিট্যাল বাংলাদেশ গঠনের জন্য চাই একটি কর্মনিপুন দক্ষ যুব সমাজ। মাদকের মরণ ছোবলের হাত থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করতে পারলেই আমরা সরকারের উন্নয়ন অঙ্গীকার ও *স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের* স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মানে এগিয়ে যাব। আসুন এই প্রচেষ্টায় সবাই অংশগ্রহণ করি এবং একটি মাদকমুক্ত বাংলাদেশ ও মাদকমুক্ত বিশ্ব গড়ে তুলি।

মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ আষাঢ় ১৪২০
২৬ জুন ২০১৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৬ জুন ২০১৩ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

মাদক পাচার মানবসৃষ্ট একটি বহুমাত্রিক সমস্যা। মাদকের করাল গ্রাস থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে বর্তমান সরকার এ সংক্রান্ত আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করেছে। মাদক বিরোধী প্রচার-প্রচারণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

মাদকাসক্তির প্রধান শিকার তরুণ ও যুব সমাজ। নেশার কবলে পড়ে লক্ষ লক্ষ তরুণ কর্মশক্তি, মেধা ও সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলে যা যে কোন দেশ ও জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। সুস্থ ও সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ, মা-বাবা, আত্মীয় স্বজনের দায়িত্বশীল আচরণ, যত্ন, সহানুভূতি এবং ধর্মীয় অনুশাসন মাদকের ভয়াল থাবা থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করতে পারে।

বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী মাদকের অবাধ বিস্তার রোধে মাদক বিরোধী আইনের যথাযথ প্রয়োগ, সচেতনতা সৃষ্টি এবং ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

আমি মাদক সমস্যা নিরসনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, পিতা-মাতা, অভিভাবকসহ সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি এ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, এমপি
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৮৭ সালের ৪২তম অধিবেশনে পৃথিবীকে মাদকের অভিশাপ থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে প্রতিবছর ২৬ জুনকে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। তখন থেকেই বিশ্বের প্রতিটি দেশের মত বাংলাদেশেও এ দিবসটি গুরুত্ব সহকারে পালন করা হচ্ছে। মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার প্রাচরণা, গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর মাধ্যমে আপামর জনগণকে সম্পৃক্ত করে মাদকের অপব্যবহার ও পাচারের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাই দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য।

জাতিসংঘের অগ্রাধিকার তালিকায় মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার অন্যতম সমস্যা। মাদক দেশের আইন শৃঙ্খলাসহ সকল অগ্রগতি ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ মাদক সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। এদেশে মাদকাসক্তদের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ যুবক। ফলে মাদকের কারণে দেশের যুব সমাজ আজ মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এ দেশের শহর জনপদে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসসহ অধিকাংশ অপরাধের অন্যতম কারণ মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার। মাদকের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি প্রধান অন্তরায়। সরকারের একার পক্ষে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য দলমত শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সকল সচেতন নাগরিক, সরকারী-বেসরকারী সকল সংস্থা ও প্রতিটি পরিবারসহ সর্বস্তরের জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস পালন সার্থক হবে।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দৈনন্দিন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সরকারের চলমান কার্যক্রমে অন্যতম উদাহরণ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। সামাজিক অস্থিরতার সুযোগে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মাদক সন্ত্রাসীরা যাতে বাংলাদেশে তাদের ভয়াল থাবা সম্প্রসারিত করতে না পারে তার জন্য সরকারের পাশাপাশি দেশের প্রতিটি নাগরিকের মাদক বিরোধী যাবতীয় কার্যক্রমে এগিয়ে আসা দরকার।

আমি এ দিবসটির সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর)

এ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু
প্রতিমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে ক্রোড়পত্র ও স্যুভেনির প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

মাদক সমস্যার ভয়াবহতা নিজে অনুধাবন করা এবং বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করাই এ দিবস পালনের উদ্দেশ্য। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বাংলাদেশে সুস্থ, সুখী ও সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের ফলে আমাদের দেশে অনেক সম্ভাবনাময় যুবক বিপথগামী হচ্ছে। মাদক নেশার কবলে পড়ে তারা সৃজনশীল কর্মপ্রয়াসের পরিবর্তে চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। মাদকের অপব্যবহারের কারণে দেশের জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলাসহ সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস পালনের মাধ্যমে মাদক বিরোধী ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে আমি স্বাগত জানাই। পারিবারিক অনুশাসন দৃঢ়করণ, ধর্মীয় চেতনার জাগরণ এবং নৈতিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার প্রতি সবাইকে যত্নবান হতে হবে। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার পাশাপাশি কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমেই মাদকের অভিশাপ থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।

দেশের স্বার্থে, দেশের মানুষের কল্যাণে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদকমুক্ত একটি সুন্দর সমাজ উপহার দেয়ার লক্ষ্যে আসুন আমরা সকলে মিলে একযোগে কাজ করি।

আমি এ দিবসের সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু এমপি)

সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১২ আষাঢ়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ
২৬ জুন, ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ।

বাণী

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসী আজ একতাবদ্ধ। মাদকের সর্বনাশা আগ্রাসন থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার জন্য বিশ্বব্যাপী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়।

বাংলাদেশে মাদক সমস্যা এখনও পাশ্চাত্যের মত ভয়াবহ না হলেও মাদকদ্রব্য সেবনে তরুণ সমাজ বিপথগামী হচ্ছে। জীবনী শক্তি, সৃজনশীলতা ও মেধা হারিয়ে তাদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ হয়ে পড়ছে অনিশ্চিত। অনেকে সন্ত্রাসের পথে পা বাড়াচ্ছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের জীবনকেও করছে দুর্বিষহ। এজন্য বিত্ত, শ্রেণী নির্বিশেষে সমাজের সকল অভিভাবকের আরো দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন পারিবারিক তত্ত্বাবধান অভিভাবকত্ত ও অনু শাসনের যথাযথ প্রতিষ্ঠা। আইনের সঠিক প্রয়োজন ছাড়াও প্রয়োজন মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের যথাযথ চিকিৎসা ও পুনর্বাসন। এ লক্ষ্যে সরকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এভাবে সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় মাদকের অপব্যবহার মাদক ও চোরাচালান নিরোধী তৎপরতা সফল হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবসে আমি গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

(সি কিউ কে মুসতাক আহমদ)
সিনিয়র সচিব

মোহাম্মদ ইকবাল
মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

বাণী

আজ ২৬ শে জুন ২০১৩ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস। বৈশ্বিক আন্দোলনের পথযাত্রী হিসেবে প্রতিটি দেশ যথাযোগ্য মর্যাদা ও কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করছে। আজকের এ দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধকল্পে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং গণজাগরণের মাধ্যমে মাদক বিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া।

একবিংশ শতাব্দীর পাদপ্রান্তে এসে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীটা আজ মাদক নামক মহাবিপর্যয়ের মুখোমুখি। সভ্যতার এ আলোকিত অধ্যায়ে সফলতার শীর্ষে পৌছাতে মানুষ যেমন দুরন্ত গতিতে ছুটছে তেমনি এ চলার পথে রয়েছে মাদকাসক্ত হতদ্যোম যুবকের নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য পথযাত্রা। অথচ যুব সমাজই দেশ ও জাতির ভিত্তি এবং সৃজনশীল মত ও পথের দিশারী। তাই মাদকের নীল দংশন প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে সমাজের সকল স্তরের জনগণকে।

মাদক সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি, এর কুফল সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি, মানুষের মূল্যবোধ, আচার আচরণে পরিবর্তন, তথা সমাজে মাদকের যে চাহিদা রয়েছে তা নির্মূল ব্যতীত মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হওয়া যাবে না। মাদক নেশার কারণে বিপথগামী ও পতনোম্মুখ তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে হলে মাদক বিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং তাতে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তাঁদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গিকারসমূহ আক্ষরিক অর্থে এবং মননে ও চেতনে বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। বিশেষ করে জাতিসংঘ ঘোষিত ২০১৫ সনের মধ্যে ''মাদক মুক্ত বিশ্ব'' অর্জনে এ অধিদপ্তর সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে কাজ করতে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। মাদক বিরোধী সকল এনজিও এবং সর্বস্তরের জনগণের সাথে আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস পালন এ অঙ্গীকারেরই বহিঃ প্রকাশ। আমাদের সমবেত প্রয়াশে এ সমাজ থেকে মাদক নির্মূল হবেই-এ প্রত্যাশায় আমি এ দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

(মোহাম্মদ ইকবাল)
মহাপরিচালক

Courtesy-
SQUARE PHARMACEUTICALS LTD.
AWARDED Superbrands BANGLADESH
SQUARE